ইত্তেফাক

তারিখ ৩০/৩/৭৮ ... পৃষ্ঠা 7 কলাম 5

017

নয়া নামে ইউসিস

ওয়াশিংটন, ২৮শে মার্চ (ইউসিস)—আগামী ১লা এপ্রিল হইতে 'ইউনাইটেড ষ্টেট্স ইনফরমেশন সার্ভিস' (ইউসিস) 'ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন এজেন্সী'-তে রূপান্তরিত হইতেছে। নতুন সংস্থার প্রধান লক্ষ্য হইতেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের মধ্যে দ্বিমুখী যোগাযোগ সৃষ্টি করা। উহার "প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য" অর্জিত হইবে 'ভয়েস অব আমেরিকা' ভিওএ), এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচীর মাধ্যমে। ইউ এস আই এ'র পরিচালক মিঃ জন ই, রেইনহার্ট, নবগঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল কম্যুনিকেশন এজেন্সীরও প্রধান। গতকাল 'ওভারসীজ রাইটারস ক্লাবে' বক্তৃতা প্রসংগে মিঃ রেইনহার্ট বলেন যে, 'ইন্টারন্যাশনাল কম্যুনিকেশন এজেন্সী-র অন্যান্য কর্মসূচীর চাইতে 'ভয়েস অব আমেরিকা' ও সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচীর ওপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইবে।

পুনর্বিন্যাসের ফলে পররাষ্ট্র দফতরের 'ব্যুরো অব কালচারাল এ্যাণ্ড এডুকেশনাল এ্যাফেয়ার্স' ইন্টারন্যাশনাল কম্যুনিকেশন এজেন্সী-র সাথে যুক্ত হইবে।

বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাসের সাংস্কৃতিক ও তথ্য কার্যক্রম মোটামুটিভাবে আগের মতই থাকিবে। ১লা এপ্রিল হইতে 'কাউন্সেলর ফর পাবলিক এ্যাফেয়ার্স' এবং বাংলাদেশস্থ 'ইউ এস আই এস'-এর পরিচালক মিঃ জেমস এল, মায়ার 'ইন্টারন্যাশনাল কম্যুনিকেশন' এজেন্সীর আওতাধীন কর্মসূচীর পরিচালক হইবেন। ঢাকা ও চট্টগ্রামে অবস্থিত 'আমেরিকান কালচারাল সেন্টার' নিয়মিত সাংস্কৃতিক ও পাঠাগার কার্যক্রম আগের মতই চালাইয়া যাইবেন।